BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS
& EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230.

২৯ আগস্ট ২০২০

বিগত ২৭ আগস্ট ২০২০ইং তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা আমাদের নজরে আসে।

সংবাদ সম্মেলনে বিলস্ কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য সমূহ সংগঠনটির নৈতিক দেউলিয়াত্বের পরিচায়ক বললে অত্যুক্তি হবে না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্লেষণে দেখা যায় এর অধিকাংশ তথ্য অসত্য ও মনগড়া এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনটিতে জনাব রিজওয়ানুল ইসলামের একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় এবং বিশ্লেষনে দেখা যায় যে বিলস্ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি'টির অধিকাংশ তথ্য এই মূল প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে, তবে তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে শিল্প ও জনসাধারনের মধ্যে একটি অহেতুক আতঙ্ক তৈরির অপপ্রয়াস করা হয়েছে, যা করোনাকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই সমর্থন/ সহায়তা করে না, বরং স্পষ্টতই কোন দূরভিসন্ধির ইঙ্গিত বহন করে। অন্যথায় এধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো দূরুহ।

নিম্নের বিশ্লেষণগুলোর মাধ্যমে আমাদের এই ধারনাটি স্পষ্টীকরণ করা হলঃ

১। সময়কাল সংক্রান্ত বিভ্রাটঃ
মূল প্রবন্ধটি ২০ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে রচনা করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে, যেখানে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি ২৭ আগষ্ট তারিখে করা হয়, যা মূলত: মূল প্রবন্ধের ভিত্তিতে করা হয় বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

২।তথ্যের অসত্য ব্যাখ্যা:

ক) মূল প্রবন্ধের ২৫ নং স্লাইডে বলা হয়েছে যে, "Half the respondents say over three lakh RMG workers will lose jobs" অর্থাৎ সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে অর্ধেক এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ৩ লক্ষাধিক পোশাক শ্রমিকের চাকুরীচ্যুতি ঘটতে পারে।৩ লক্ষাধিক শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছেন বলে বলা হয়নি। আবার মূল প্রবন্ধের ১৫ নং স্লাইডে বলা হয়েছে যে, "BGMEA press release (6 June) mentioned that in two months (April and May), 348 factories closed down. Closure of 348 factories would imply that 324,684 workers may have lost their jobs" অর্থাৎ ৬ জুন তারিখে বিজিএমইএ'র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে এপ্রিল/মে মাসে ৩৪৮টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে, যেখানে ৩২৪,৬৮৪ জন শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছেন বলে অনুমান করা হয়েছে। এরুপ অনুমানের ভিত্তি হল CPD এর একটি গবেষণা যেখানে কারখানা প্রতি শ্রমিক সংখ্যা ৯৩৩ উল্লেখ আছে। বিলস্ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "করোনাকালীন সংকটে এই খাতে বেকার হয়েছে

প্রায় ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৮৪ জন শ্রমিক"। মূল প্রবন্ধের অনুমান নির্ভর তথ্য এবং সমীক্ষার ৫০% অংশগ্রহনকারীর মতামতকে একটি বাস্তবতা/ Fact হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টাকে কোন পর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত, কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সেই প্রশ্ন রইল।

খ) বিলস্ এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, "বন্ধ ও লেঅফ রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৯১৫টি কারখঅনা"। তবে মূল প্রবন্ধের ১৫ নং স্লাইডে বলা হয়েছে "Remaining 1926 are operating at much less than full capacity" অর্থাৎ ১৯২৬টি কারখানা তাঁদের পূর্ণ সক্ষমতার অনেক কম সক্ষমতায় চলছে। অর্থাৎ এসকল কারখানা চালু আছে। তাহলে ১৯১৫টি কারখানার হিসাবটি বক্তব্যে কিভাবে আসল। ৩৪৮টি কারখানায় যদি ৩২৪,৬৮৪ জন কর্মহীন হয়, তবে ১৯১৫টি কারখানা বন্ধ/ লে-অফ হলে এই চাকরীচ্যুতির সংখ্যা কয়েকগুন বেশি হওয়ার কথা ছিল, সেই হিসাবটি আনা হল না কেন? বিজিএমইএ'র হিসাব অনুযায়ী রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাকখাতে চালু কারখানার সংখ্যা প্রায় ৩০০০টি, সেই হিসেবে ১৯১৫ কারখানা বন্ধ/লে-অফ হয়ে যাওয়া মানে আমাদের শিল্পের অর্ধেকেরও বেশি বন্ধ হয়ে যাওয়া। একথা সত্যি যে, করোনা মহামারির আগে থেকেই নানামূখী চ্যালেঞ্জে জর্জরিত পোশাকখাত। করোনার আঘাত হানার পর থেকে দীর্ঘ সময় স্থবির ছিল শিল্পের চাকা, ক্রেতারা ৩ বিলিয়ন ডলারের অধিক ক্রয়াদেশ বাতিল করেছেন, তদুপরি শ্রমিকের বেতন-বোনাস সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে যেতে হয়েছে শিল্পকে। এরূপ বহুমূখী চাপে শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার কথা নয়। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায়, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং পোশাক শিল্প মালিকদের ধৈর্য্য ও সাহসিকতার ফলে শিল্পটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আমরা দৃশ্যত একটি বড় বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছি। বিজিএমইএ কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী করোনার পর এ যাবত ৯০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং ২৩টি কারখানা কিছু শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। এই মোট ১১৩টি কারখানার মোট ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫১,৫০০ জন।

গ) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে "৮৭টি কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে সাড়ে ২৬ হাজার"। আবার লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে "ইন্ডাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল আইবিসি'র মতে মোট ৮৭টি কারখানায় প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়"। আমাদের প্রশ্ন ৮৭টি কারখানায় ছাঁটাইয়ের কোন তথ্যটি সত্য?

ঘ) সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও মূল প্রবন্ধে যে সকল তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে তার Methodology বা গবেষণা প্রণালী কি ছিল সে সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া হয়নি। এই সমীক্ষায় মোট কতজন অংশগ্রহনকারী ছিল, তাঁদের পরিচয় ও সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে কোন তথ্য মেলেনি। গবেষণা বা গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের নন্যূতম মানদন্ড অনুসরণ না করে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করা এবং দেশের অর্থনীতির মূলে আঘাত হানার অপপ্রয়াস সহজ ভাবে মেনে নেয়ার কোন উপায় নেই। আমরা বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৩। ছাঁটাই সংক্রান্ত বিতর্কঃ
কোভিড-১৯ মহামারি কোন স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রায় স্থবির। ক্রয়াদেশের কোন পূর্বাভাস/ নিশ্চয়তা নেই, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও কর্মী ছাঁটাই করছে। অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে, ফলে কর্মহীন হয়েছে বহু মানুষ। বাংলাদেশও এই সকল বাস্তবতার বাইরে নয়। তাহলে আমাদের

এখানে লে-অফ/ ছাঁটাইকে কেন অনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় তা বোধগম্য নয়। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান চায় না তার শ্রমিক ছাঁটাই করতে, উৎপাদন সক্ষমতা কমাতে। এখানে যে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন তা হল লে-অফ/ ছাঁটাই গুলো আইন মেনে করা হচ্ছে কি না।

৪। মূল প্রবন্ধের ১৫ নং স্লাইডে বলা হয়েছে যে, “Remaining 1926 are operating at much less than full capacity; which means some in those factories may have lost their jobs” অর্থাৎ ১৯২৬টি কারখানার সক্ষমতার চাইতেও কম হারে চলছে, যার ফলে এসকল কারখানায় শ্রমিকের চাকুরীচুত্যির ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি কিছুটা হলেও বাস্তব, তবে জীবন ও জীবিকার সন্ধিক্ষনে আমরা যখন আপ্রান চেষ্টা করছিলাম কর্মসংস্থান সুরক্ষায় ও কারখানার চাকা সচল করার, তখনও এসকল প্রতিষ্ঠান কারখানা চালু করার সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করছিল। এখন তাঁরা আশঙ্কা করছেন উৎপান সক্ষমতার নিচে কারখানা চললে কিছু শ্রমিক বেকর হবে, আর তখন তাঁরা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিরাপদে খুলে দেয়ার পক্ষে অবস্থান নেন নাই। তাঁদের মূল অবস্থান কি সেটিই আসলে পরিস্কার না।

৫। ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিস, বিলস্ তথা শ্রমিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব কি?

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “শ্রমিকদের সুরক্ষায় সরকার এক তরফ থেকে হেল্প লাইন, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ’র তরফ থেকে স্বাস্থ্য সেবার উদ্যোগ গ্রহন করা হলেও এই বিশাল শ্রমগোষ্ঠির তুলনায় তা যৎসামান্য”। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এই যৎসামান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনগুলোও কেন এগিয়ে আসছে না, কেন শুধুমাত্র তারা সংবাদ সম্মেলন করে তাঁদের দায় এড়াতে চাইছেন? শ্রমিকদের এই দূর্দিনে কি সংবাদ সম্মেলন ও শিল্পকে দোষারোপ করা ছাড়া তাঁদের করার আর কিছুই নেই।

৬। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “বছর বছর প্রবৃদ্ধির হার উর্ধ্বমূখী হলেও পোশাক শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের হার নিম্নমূখী। তার অন্যতম প্রধান কারন হল আমাদের জাতীয় উন্নয়নের সাথে পোশাক শ্রমিকদের মজুরী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়”, এ বিষয়ে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসেনি। তবে বিগত ১০ বছরের হিসাব বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, যেখানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৮৪৬ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬৪ ডলার হয়েছে, অর্থাৎ মাথাপিছু গড় আয় ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৫%, সেখানে বিগত ১০ বছরে পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮১% (১৬৬২.৫০ টাকা থেকে ৮০০০ টাকা)।

সার্বিক বিশ্লেষনে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হয়েছে। যার মাধ্যমে সাধারন মানুষের মনে দেশের প্রধান রপ্তানী আয় অর্জনকারী শিল্প সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি এবং করোনাত্তোর সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করার অপপ্রচেষ্টা বলে আমরা মনে করি। আমরা বিলস্ এর এহেন কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাই।